দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৩৬ কলাম ৭

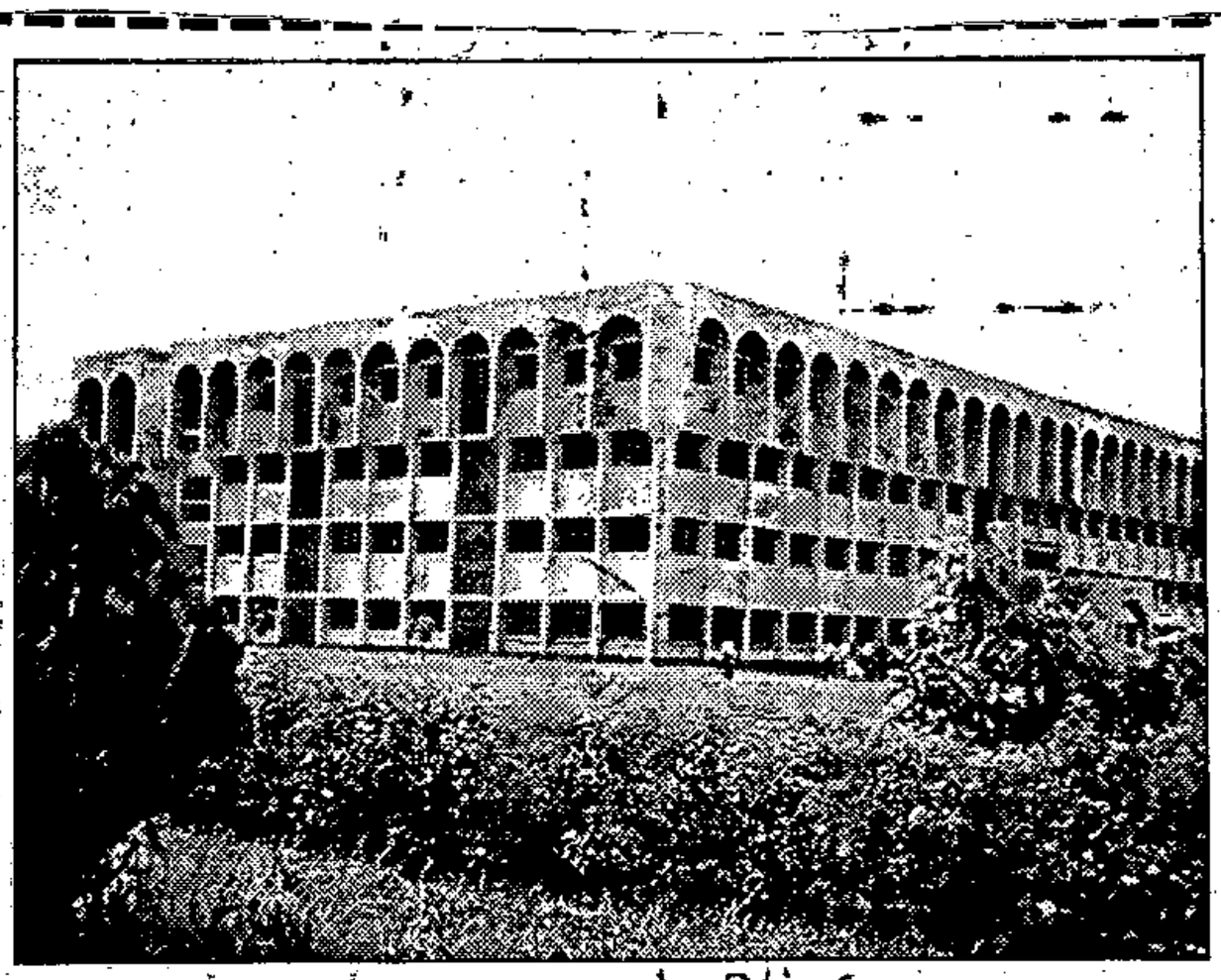

শান্তিডাঙ্গার ক্যাম্পাস

অসঙ্গতি যেথা নিত্যদিনের সঙ্গী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বলা নেই, শোনা নেই, হুট করে একেকটা সিদ্ধান্ত। অতঃপর যা হবার তাই। নানা বিপত্তি জুড়ে বসে। এতে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছাত্ররা। বাড়ছে সেশনজট, প্রশাসনে দেখা দিচ্ছে বিশৃংখলা। এমন ক্ষতিকর ট্রেডিশনটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকের নয়। বেশ পুরাতন। পরিবর্তন নেই এর। যেন সবকিছুই শৃংখলে বাঁধা। নতুন কিছু ভাবাও যেন অলিখিতভাবে এখানে নিষিদ্ধ। সব মিলিয়ে অসঙ্গতির কবলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে শান্তিডাঙ্গার ক্যাম্পাস। শুধু প্রশাসনিক শাখায় নয়, একাডেমিক শাখাও অসঙ্গতিতে ভরপুর। বিচিত্র সব অসঙ্গতির আবর্তেঘেরা দুলালপুরের ক্যাম্পাস কেমন চলছে, এই নিয়ে এবারের প্রতিবেদন।

অসঙ্গতিঃ প্রশাসনেঃ শিক্ষার্থী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল স্বার্থ বিবেচ্য বিষয়। প্রশাসন এর চালিকাশক্তি। এই দুই ধারার মিলিত প্রয়াসেই প্রাণ ফিরে পায় ক্যাম্পাস। কিন্তু এই অতি বাস্তব বিষয়টি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপেক্ষিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ছাত্রদের স্বার্থের বিষয়টি যেন হেলায় হারিয়ে যায়। আশংকাজনকভাবে সাড়ে তিন বছরের অভিশপ্ত সেশনজট বেড়ে চলেছে, সেদিকে নজর নেই প্রশাসনের। ছোটখাট অজুহাতে অহরহ-পরীক্ষা ক্লাস বন্ধের ঘোষণা বিপর্যস্ত করে তুলেছে একাডেমিক পরিবেশকে। ৪ বছরের শিক্ষা জীবন শেষ করতে ৮ বছর। এক অসহনীয় দুঃস্বপ্ন, যা এখন বাস্তব এখানে গত এক বছরে সেনজট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়ে নি। সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দেয়া যাক। দেশের বন্যা পরিস্থিতি অত্র ক্যাম্পাসকে কোনভাবেই প্রভাবিত না করলেও কর্তৃপক্ষ গত ১১-২০ সেপ্টেম্বর ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করে। সব বিভাগের পরীক্ষা চলাকালে এরূপ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত অপূরণীয় ক্ষতি করেছে ছাত্র-ছাত্রীদের। ছাত্র নেতাদের দাবীর মুখে প্রায়শই পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণার নজীর স্থাপিত হয়েছে এখানে।

ক্যাম্পাস শান্ত রাখতে কর্তৃপক্ষ ২/১ মাস পর পরই রাজনৈতিক তৎপরতার পায়ে শিকল পরিয়ে দিচ্ছে। তবে এখানেও অসঙ্গতি। ছাত্রদের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও সিদ্ধান্তটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেয়া হচ্ছে ছাত্র নেতাদের সাথে আলোচনা ছাড়াই। ফলাফলও যা হবার তাই। অহরহ লংঘিত হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা। দুর্বলতা থাকায় কর্তৃপক্ষও আইন থাকলেও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শেষ অবধি কোন ইতিবাচক ফলতো নয়ই, নতুন নতুন বিশৃংখলা, সহিংসতা জন্ম নিচ্ছে আপনা হতেই। সারা বছরই ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রহরা থাকে। ২/১ জন নয়, শত শত পুলিশ ঘিরে রাখে মাত্র ১৭৫ একরের ক্ষুদ্র ক্যাম্পাসকে। সাথে মহিলা পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট। এর মাঝেও গোলাগুলী, বন্দুকযুদ্ধ বোমাবাজি, সশস্ত্র মহড়া বহিরাগতদের উপদ্রব, ফেরারী আসামীদের উদ্ধত পদচারণা ইত্যাদি শান্তিডাঙ্গা ক্যাম্পাসের বছরব্যাপী পরিচিত দৃশ্য। ছাত্রীদের ব্যাগে অস্ত্র বহনের অভিযোগ থাকলেও হল তল্লাশী হচ্ছে শুধু ছাত্রদের। তাও নামমাত্র। ফলাফলে 'সন্ত্রাস' এখন শান্তিডাঙ্গার খলনায়ক।

অসঙ্গতি নেই কোথাও? পরিবহন শাখার কর্মকান্ডে অতীষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরা নোটিশ ছাড়াই অথবা স্বল্প সময়ের নোটিশে প্রায়শই গাড়ীর সময় পরিবর্তন, ট্রীপ প্রত্যাহার, এসব সমস্যা ছাড়াও অতি নিম্নমানের পরিবহনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে শিক্ষার্থীদের। এ ব্যাপারে ভাংচুর, প্রতিবাদ, আন্দোলন কম হয়নি। ফলাফল শূন্য। দুর্ভোগ বাড়ছেই ছাত্র-ছাত্রীদের।

গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল সেন্টারটি খোলা রাখা হয় সকাল ৮-২টা, এর মধ্যে ওষুধ দেয়া হয় দুপুর ১২টা পর্যন্ত। এর মাঝেও ডাক্তাররা অফিসিয়াল কাজ করেন। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। মেডিক্যাল সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার দাবী অতি পুরাতন। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে এ ব্যাপারে প্রশাশন নীরব।

অসঙ্গতিঃ একাডেমিক শাখায়ঃ

এক সময়ের সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সেশনজট সাড়ে তিন বছর। প্রতিটি বর্ষে দু'টি ব্যাচ। চার বছরের কোর্স শেষ হচ্ছে ৮ বছরে। ফলাফল প্রকাশে সময় লাগে বছরেরও বেশী। ক্লাস অনুষ্ঠানে যথেষ্ট অনিয়মিত পরিবেশ। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে বড় রকমের দূরত্ব। খাতা চুরি, খাতা গায়েব, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ফলাফলে স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি ঘৃণ্য বিষয়ে পদচারণা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শাখায়। অধিকাংশ নাজুক পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকরাই দায়ী। রাজনীতির সাথে জড়িত শিক্ষকের সংখ্যা সর্বাধিক। যাঁদের অধিকাংশই সিনিয়র। ঠিকমত ক্লাস নেন না তাঁরা। ফলে কোর্স শেষ হতে বিলম্ব হয় অতিমাত্রায়। শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ এখানকার চিরাচরিত ট্রাডিশন। ফলে প্রকৃত মেধাবী শিক্ষকের শূন্যতা এখানে প্রতিষ্ঠাকাল হতেই। যার নির্মম পরিণতিতে শিক্ষার মান এখন নিম্নমুখী।

শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন আইন তৈরী হয় প্রায়শঃই। তবে সেটা সংশ্লিষ্টদের অবহিত করানোর প্রক্রিয়া ক্রটিপূর্ণ। স্বয়ং বিভাগীয় অনেক শিক্ষকই পরীক্ষা সংক্রান্ত আইন, নিয়ম-কানুনে যথেষ্ট অজ্ঞ। এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়টির করুণ শিকার ছাত্ররা। শিক্ষকের ভুলে শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটেছে, বিপর্যয় নেমে এসেছে শিক্ষার্থীর এরূপ নজীর কম নেই এখানে। প্রায় প্রতিটি বিভাগেই শিক্ষকদের রাজনৈতিকি ব্যক্তিগত কোন্দল, পরীক্ষা কমিটি গঠন নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি কর্মকান্ড ক্ষতি ডেকে আনছে। একাডেমিক পরিবেশের গতিশীলতা নষ্ট করছে বহুলাংশে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভাব-অভিযোগ, অন্তহীন সমস্যাগুলো ধৈর্যসহ শোনা এবং সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করার মত মানসিকতার বড় অভাব রয়েছে অধিকাংশ শিক্ষকের মাঝে।

আরেকটি বিষয়ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সর্বোচ্চ প্রশাসন। এককভাবে ভাইসচ্যান্সেলরও কম ক্ষমতার অধিকারী নন। এরপর একাডেমিক কাউন্সিল, ডীন পরিষদ, প্রক্টরিয়াল কমিটি, হল প্রশাসন প্রভৃতি কমিটিও নানা প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক শক্তি। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের ও বর্তমান ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই যে, ভাইস চ্যান্সেলর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় উক্ত প্রশাসনসমূহের বাইরেও বিভিন্ন বিভাগের একশ্রেণীর 'সর্বভুক', 'স্বার্থান্বেষী' ও সুবিধা 'ভোগী' সিনিয়র শিক্ষকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যান। এঁদেরই প্ররোচনায় ভিসি অনেক সিদ্ধান্তে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন এমনকি বাতিলও করে থাকেন বলে অভিযোগে প্রকাশ। এর ফলে অনেক সিদ্ধান্তই জন্ম দেয় বিতর্কের, তখন সেটা নিতান্তই হয় অসঙ্গতিপূর্ণ।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কায়েস উদ্দিন বরাবরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন। তাঁর এই ঘোষণা পুরোপুরি কার্যকর হলে শান্তিডাঙ্গার উদ্বেগাকুল পরিবেশে শান্তি-সম্প্রীতির সুবাতাস বইবে, সে বিষয়টি সন্দেহমুক্ত। ❑ **হোসেন আল মামুন**